বরিশাল শিক্ষা বোর্ড

উত্তরপত্র জালিয়াতি ১৮ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ২৮ আগস্ট, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ২ মিনিটে

অ- অ অ+

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র জালিয়াতির অভিযোগে ১৮ পরীক্ষার্থীসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. আনোয়ারুল আজিম বাদী হয়ে গত সোমবার রাতে বিমানবন্দর থানায় মামলাটি করেন। অভিযুক্ত ১৮ পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত করার পাশাপাশি তাদের আগামী তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

মামলার অন্য আসামি হলেন শিক্ষা বোর্ডের রেকর্ড সাপ্লায়ার গোবিন্দ চন্দ্র পাল। তাঁকে এ ঘটনায় সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

বিমানবন্দর থানার ওসি মাহাবুবুর রহমান জানান, আসামি ১৯ জন হলেও ঘটনার সঙ্গে বোর্ডের আরো অনেকে জড়িত।

এইচএসসির পরীক্ষার নিরীক্ষকের দায়িত্বে থাকা নলছিটি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আবু সুফিয়ান বলেন, “২৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করছি। প্রায় ১০ বছর ধরে খাতা নিরীক্ষণের কাজ করছি। কিন্তু ১৮টি খাতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমার সন্দেহ হয়। কারণ সৃজনশীল হওয়ায় প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে দেওয়া হয়। আমরা খাতা নিরীক্ষণের সময় ওই প্রশ্নপত্রে যে নিয়মে অঙ্ক করা সেভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর দিই। খাতায় মিলিয়ে দেখা যায়, বোর্ড থেকে দেওয়া উত্তরপত্রে যেভাবে অঙ্ক করা ঠিক সেভাবেই ওই ১৮টি খাতায় অঙ্ক তুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপত্রে একটি অঙ্ক ১৩ লাইনে শেষ হয়েছে। ওই ১৮ পরীক্ষার্থীর খাতায়ও ঠিক সেভাবে ১৩ লাইনে অঙ্ক ওঠানো। উচ্চতর গণিতে লিখিত পরীক্ষায় নম্বর ৫০। এর মধ্যে ‘ক’ অথবা ‘খ’ যেকোনো গ্রুপ থেকে কমপক্ষে দুটিসহ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। চারজন পরীক্ষার্থী ফাঁস করা উত্তর শিট দেখে সব অঙ্কই একই গ্রুপ থেকে তুলে রেখেছেন। ফলে তাদের ৪০ দেওয়া হয়েছে। বাকি ১৪ জন পেয়েছে ৫০-এর মধ্যে ৫০। শুধু তাই নয়, একটি অঙ্ক এসেছে যেটি করতে গেলে আমারও অন্তত ১০ বার কাটাছেঁড়া করতে হবে। অথচ ওই ১৮ পরীক্ষার্থী এমন নিখুঁতভাবে অঙ্কটি তুলে রেখেছে, যা দেখলে যে কারোরই সন্দেহ হবে।”